আখেরাত সিরিজ–৯

আখেরাত পর্ব–৬

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ টি ২য়টি 'আখেরাত' আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল হজ্জ ২২:১১**

১. কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদাত করে সীমানায় দাঁড়িয়ে। তখন কল্যাণ লাভ করলে তার মন শান্ত হয়, আর বিপদ এলে সে সীমানা থেকে নেমে আগের জায়গায় চলে যায়। এসব লোক দুনিয়াও হারায়, আখিরাতও হারায়।

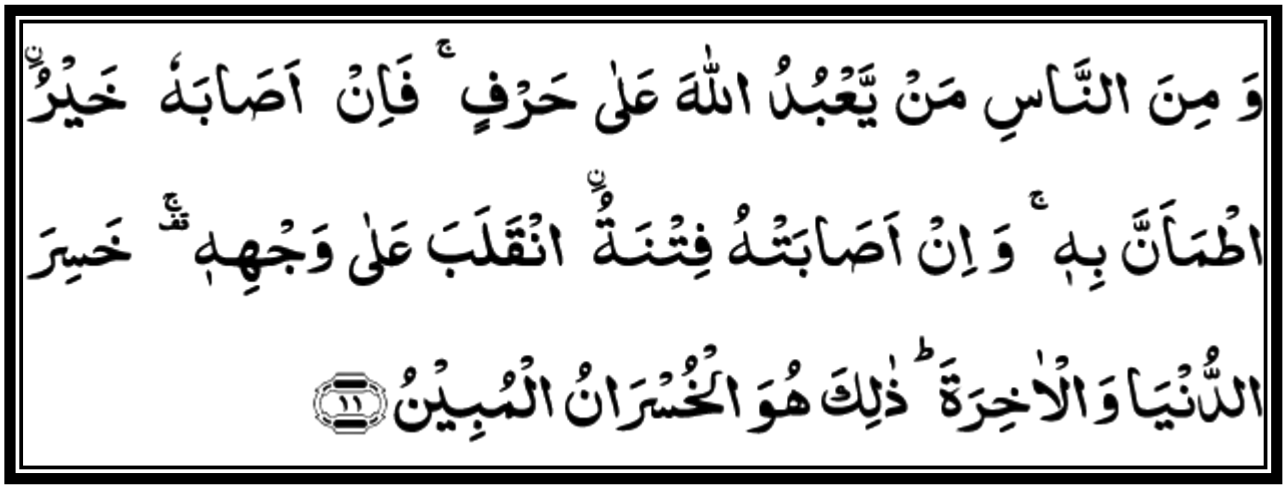
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ
اِطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ
الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۱﴾

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সঙ্গে; তাহার মঙ্গোল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা আল হজ্জ ২২:১১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হজ্জ ২২:১৫

২. যে মনে করে আল্লাহ তাকে [মুহাম্মদ (স:) কে] সাহায্য করবেন না দুনিয়া ও আখেরাতে, সে একটি রশি লম্বা করে আকাশের দিকে টানিয়ে নিক, পরে সে এটা কেটে দিক, তারপর সে দেখুক তার কৌশল তার ক্রোধের কারণ দূর করতে পারে কিনা।

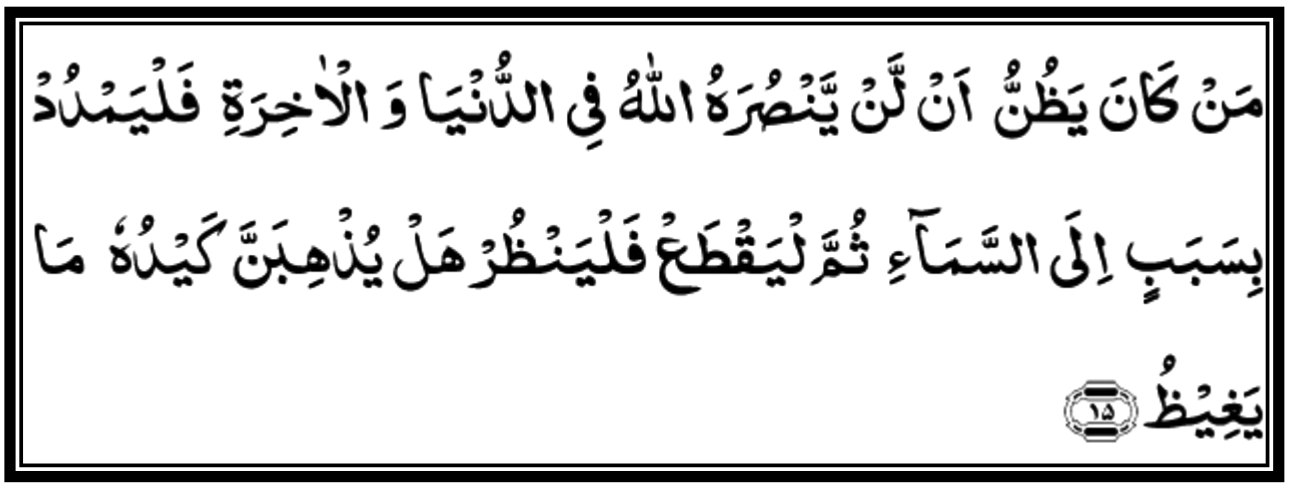
مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ
بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا
يَغِيْظُ ﴿١٥﴾

যে কেহ মনে করে, আল্লাহ তাহাকে কখনই দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করিবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রজ্জু বিলম্বিত করুক, পরে উহা বিচ্ছিন্ন করুক; অতঃপর দেখুক তাহার প্রচেষ্টা তাহার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না। (সূরা আল হজ্জ ২২:১৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুমিন ২৩:৩৩

৩. কাফির প্রধানরা, যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে বলেছিল, রাসূল তোমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَ
اَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ
مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿٣٣﴾

তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরি করিয়াছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বিকার করিয়াছিল এবং যাহাদেরকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; তোমরা যাহা আহার করো, সে তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর, সেও তাহাই পান করে; (সূরা আল মুমিন ২৩:৩৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মুমিন ২৩:৭৪**

৪. যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না তারা সেই সীরাত (পথ) থেকে বিচ্যুত।

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾

যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত। (সূরা আল মুমিন ২৩:৭৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নুর ২৪:২**

৫. জ্বিনার শাস্তির বিধান কার্যকর করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি।

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا
تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

ব্যাভিচারিনী ও ব্যাভিচারী-উহাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করিবে, আল্লাহর বিধান কার্জকরীকরণে উহাদের প্রতি দয়া যেন তাহাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন ইহাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা আন নুর ২৪:২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নুর ২৪:১৪</u>

৬. [হজরত আয়েশা (রা:) এর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের প্রচারকারি উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে] তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমত না হতো, তাহলে তোমরা যে অন্যায় লিপ্ত হয়েছিল তার জন্যে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে স্পর্শ করতো মহাশাস্তি।

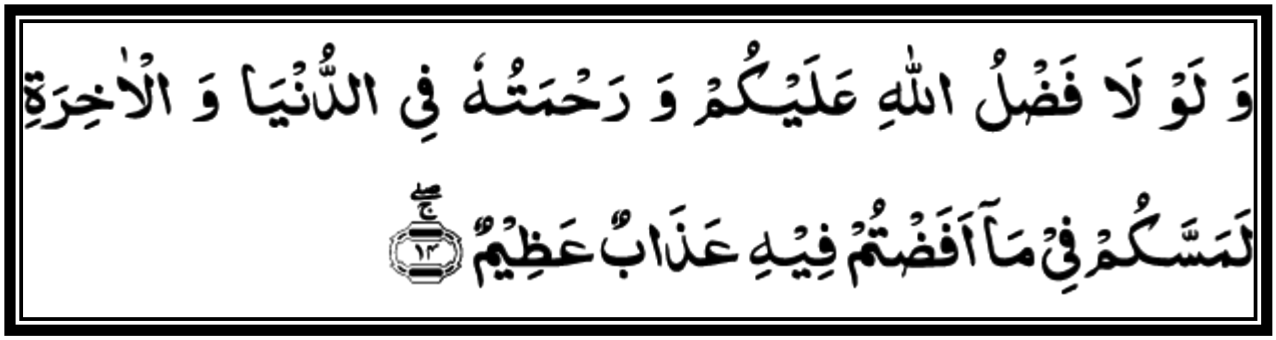
وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾

দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা যাহাতে লিপ্ত ছিল তজ্জন্য মহাশাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে স্পর্শ করিত, (সূরা আন নুর ২৪:১৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নুর ২৪:১৯</u>

৭. যারা মুমিনদের মাঝে ফাহেশার প্রচার-প্রসার পছন্দ করে তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া এবং আখেরাতে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

যাহারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা আন নুর ২৪:১৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নুর ২৪:২৩</u>

৮. যারা সতী-সাধ্বী সরলমনা ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাদের প্রতি লানত বর্ষিত হয়েছে দুনিয়া এবং আখেরাতে।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوا فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۠ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

যাহারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাহাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। (সূরা আন নুর ২৪:২৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নামল ২৭:৩,৪,৫</u>

৯. মুমিনরা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আখেরাতে ঈমান রাখে। আর যারা ঈমান রাখে না আখেরাতের প্রতি তাদের কর্মকান্ডকে তাদের চোখে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি।

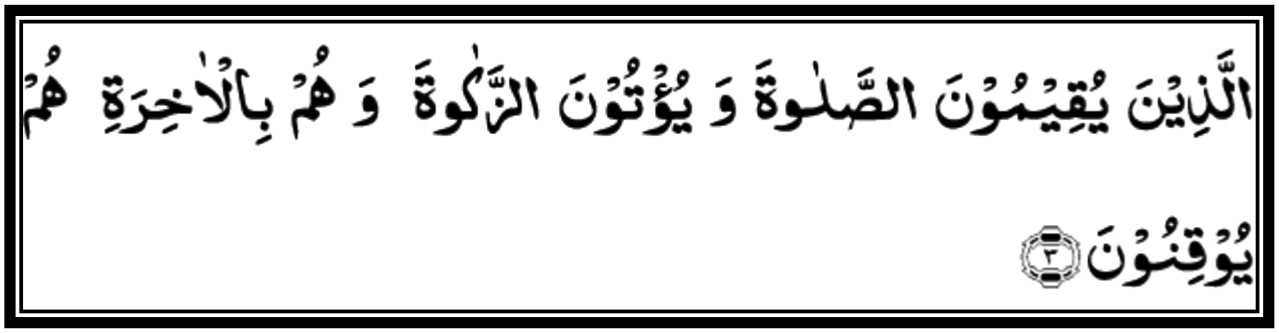
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

যাহারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তাঁহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।
(সূরা আন নামল ২৭:৩)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾

যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়; (সূরা আন নামল ২৭:৪)

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۝٥

ইহাদেরই জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আন নামল ২৭:৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নামল ২৭:৬৬**

১০. না, আখেরাত সম্পর্কে তাদের (কাফেরদের) কোনো জ্ঞান নেই।

بَلِ ادَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم
مِّنْهَا عَمُونَ ۝٦٦

আখিরাত সম্পর্কে উহাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হইয়াছে; উহারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ, এবং এ বিষয়ে উহারা অন্ধ। (সূরা আন নামল ২৭:৬৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল কাসাস ২৮:৭০**

১১. সমস্ত প্রশংসা তার (আল্লাহর) দুনিয়া ও আখেরাতে।

وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٧٠

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই, দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা তাহারই; বিধান তাহারই; তোমরা তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। (সূরা আল কাসাস ২৮:৭০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল কাসাস ২৮:৭৭**

১২. আল্লাহ তোমাকে [মুহাম্মদ (স:) কে] যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর সন্ধান কর।

وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۷۷﴾

আল্লাহ যাহা তোমাকে দিয়েছেন তদ্দারা আখিরাতের আবাস্ অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা আল কাসাস ২৮:৭৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল কাসাস ২৮:৮৩**

১৩. আখেরাতের সেই ঘর আমরা তৈরি করেছি তাদের জন্যে, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ
وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۸۳﴾

ইহা আখিরাতের সেই আবাস যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না। শুভ পরিনাম মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা আল কাসাস ২৮:৮৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আনকাবুত ২৯:২৭**

১৪. [হজরত ইব্রাহিম (আ:) সম্পর্কে বলা হচ্ছে] এছাড়া আমরা তাকে তার পুরস্কার দান করেছি দুনিয়া ও আখেরাতে। আর আখেরাতে অবশ্যই সে অন্তরভুক্ত হবে পুণ্যবানদের মধ্যে।

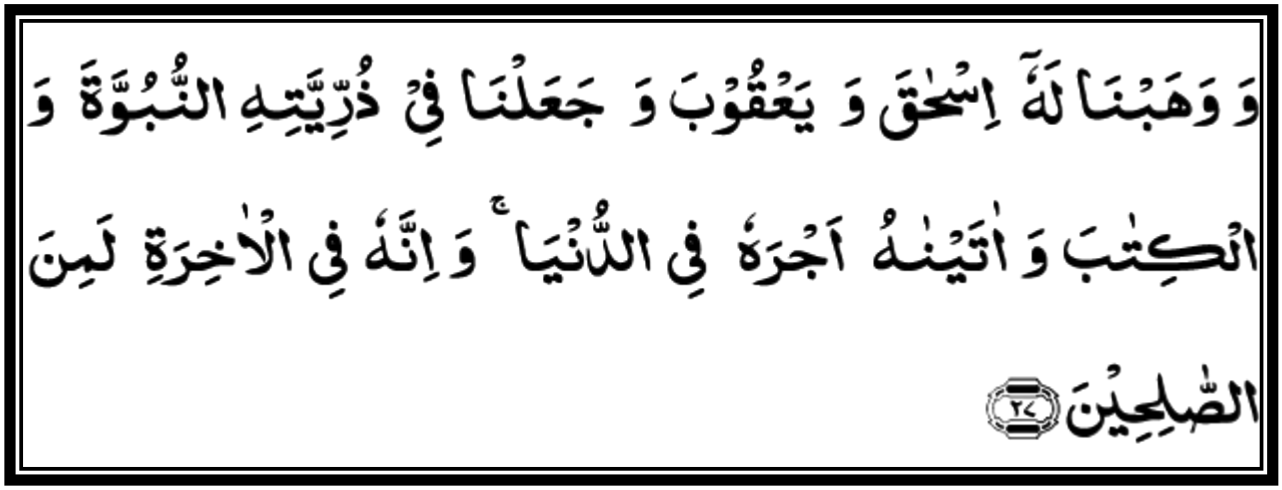
وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ جَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ
الْكِتٰبَ وَ اٰتَیْنٰهُ اَجْرَهٗ فِی الدُّنْیَا ۚ وَ اِنَّهٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِیْنَ ﴿۲۷﴾

আমি ইব্রাহিমকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাহার বংশধরদের জন্য স্থির করিলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাহাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করিয়াছিলাম; আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হইবে। (সূরা আনকাবুত ২৯:২৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আনকাবুত ২৯:৩৬**

১৫. শুয়াইব (আ:) তার কওমকে বলেছিল: তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং আখেরাতকে ভয় কর।

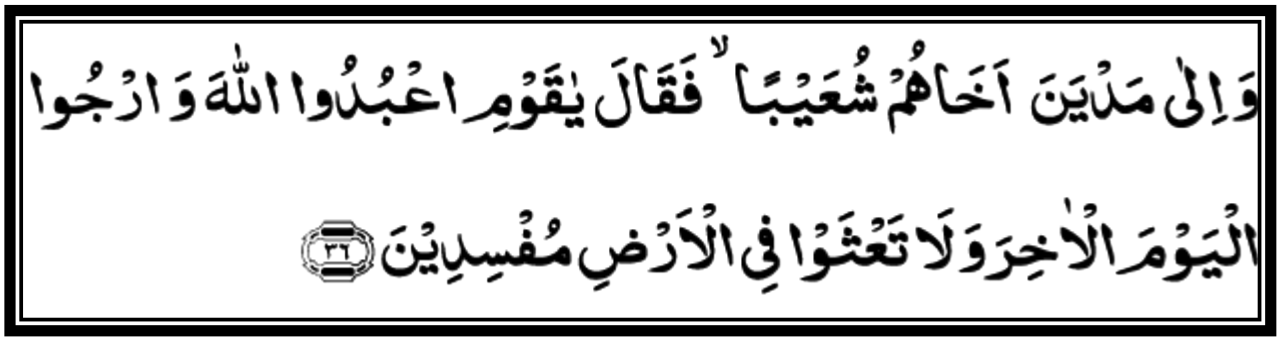
وَ اِلٰی مَدْیَنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ۙ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ ارْجُوا
الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿۳۶﴾

আমি মাদিয়ানবাসীদের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শুয়েবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।' (সূরা আনকাবুত ২৯:৩৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আনকাবুত ২৯:৬৪

১৬. আখেরাতের জীবনই চিরন্তন জীবন, যদি তারা জানত।

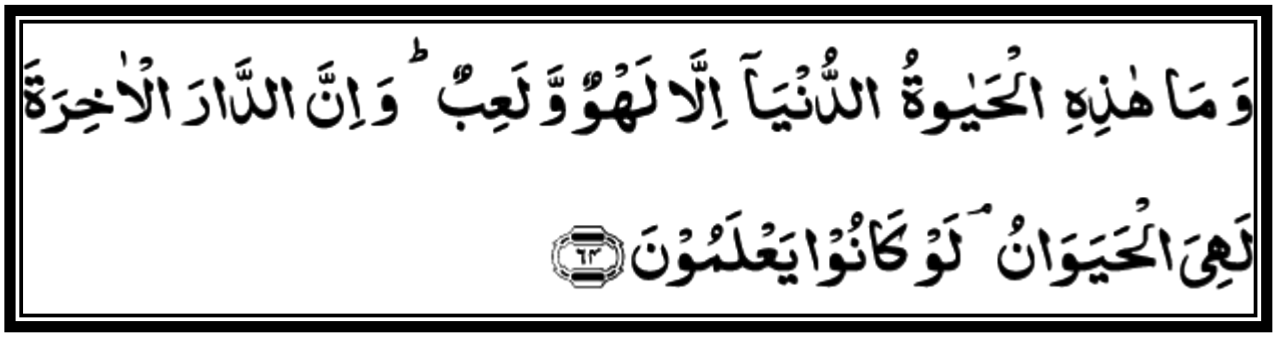
وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনী তো প্রকৃত জীবন, যদি উহারা জানিত! (সূরা আনকাবুত ২৯:৬৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রূম ৩০:৭

১৭. তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিনটাই জানে, আর আখেরাত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ
غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে উহারা গাফিল। (সূরা আর রূম ৩০:৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রূম ৩০:১৬

১৮. আর যারা কুফরী করবে এবং প্রত্যাখ্যান করবে আমাদের আয়াত ও আখেরাতের সাক্ষাৎ, তাদেরকেই হাজির করা হবে আযাবে।

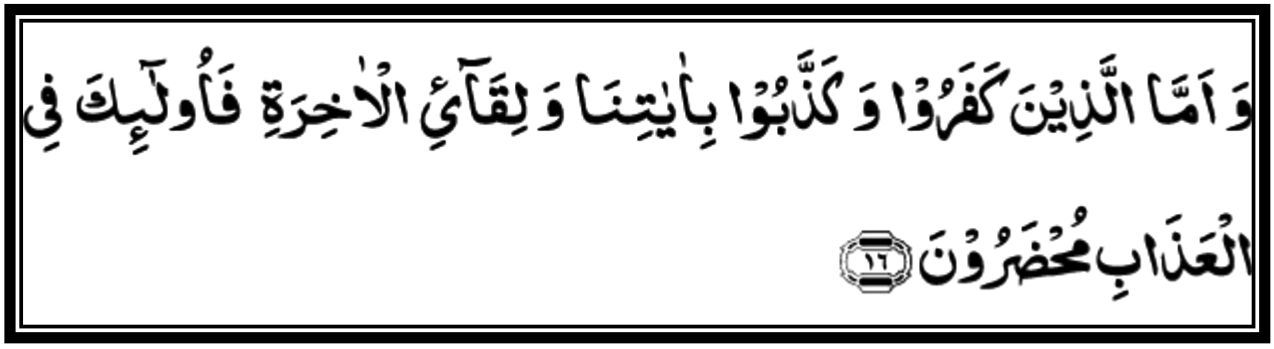
وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي
الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

আর যারা কুফরী করবে এবং প্রত্যাখ্যান করবে আমাদের আয়াত ও আখেরাতের সাক্ষাত, তাদেরকেই হাজির রাখা হবে আযাবে। (সূরা আর রূম ৩০:১৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা লুকমান ৩১:২,৩,৪,৫</u>**

১৯. যারা কায়েম করে সালাত, প্রদান করে জাকাত এবং তারাই আখেরাতকে বিশ্বাস করে।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ﴿۲﴾

এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, (সূরা লুকমান ৩১:২)

هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ﴿۳﴾

পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য; (সূরা লুকমান ৩১:৩)

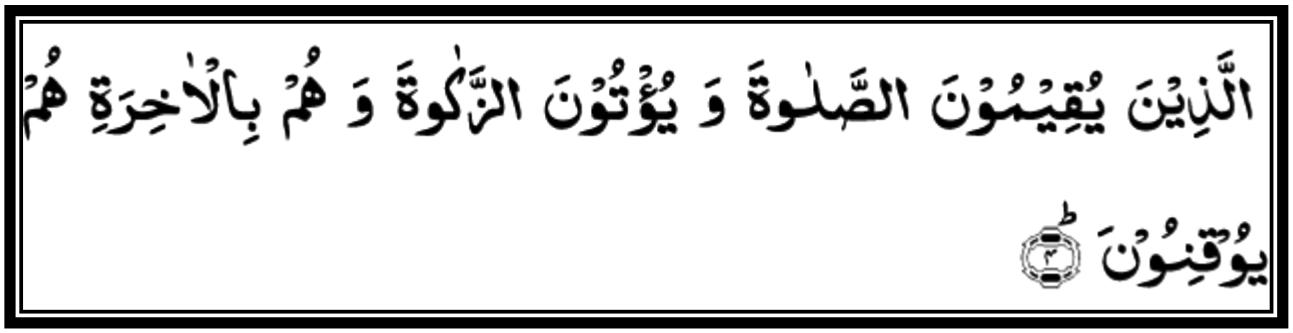

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾

যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তাঁহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী; (সূরা লুকমান ৩১:৪)

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾

তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারই সফলকাম। (সূরা লুকমান ৩১:৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস, তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা আমাদের উপর ফরজ, ঠিক তেমনি আখেরাতের উপর পূর্ণ ঈমান এবং আখেরাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও জ্ঞান রাখাও ফরজ। ঈমান ও জ্ঞান ছাড়া আমল সঠিক ও পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া বিমুখ ও আখেরাত মুখী করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/